ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ রপ্তানিখাতে দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ১২.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১০.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় এবংআমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। এ সময় সার্বিক ভারসাম্যে ঘাটতি সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার প্রক্রিয়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

২০১৭ সালে গতিশীল উত্থানের পর ২০১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April 2019 অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.৮ শতাংশ যা ২০১৭ সালে ছিল ৫.৪ শতাংশ। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৯ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ৩.৪ শতাংশে দাঁড়াবে এবং ২০২০ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯ শতাংশ দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে এবং ২০২০ সালে যথাক্রমে ৩.০ এবং ৩.২ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে এবং ২০২০ সালে যথাক্রমে ২.৭ এবং ৩.১ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ৪.৬ শতাংশে দাঁড়াবে যা, ২০২০ সাল নাগাদ ৫.৩ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ৪.০ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে ২০২০ সালে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৫.৪	৩.৮	৩.৪	৩.৯
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৪.৩	৩.৩	৩.০	৩.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৭.৫	৫.৬	৪.৬	৫.৩
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৪.৪	৩.১	২.৭	৩.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৭.২	৪.৩	৪.০	৪.৮

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2019, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ১০,৬৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয় , যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১,৬৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি এবং আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৪,২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি যায়, যা ২০১৭-২৮ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি ছিল ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য গতিধারা অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখচিত্র ৬.১-এ এবং দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি অর্থবছর ১০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারণি ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য

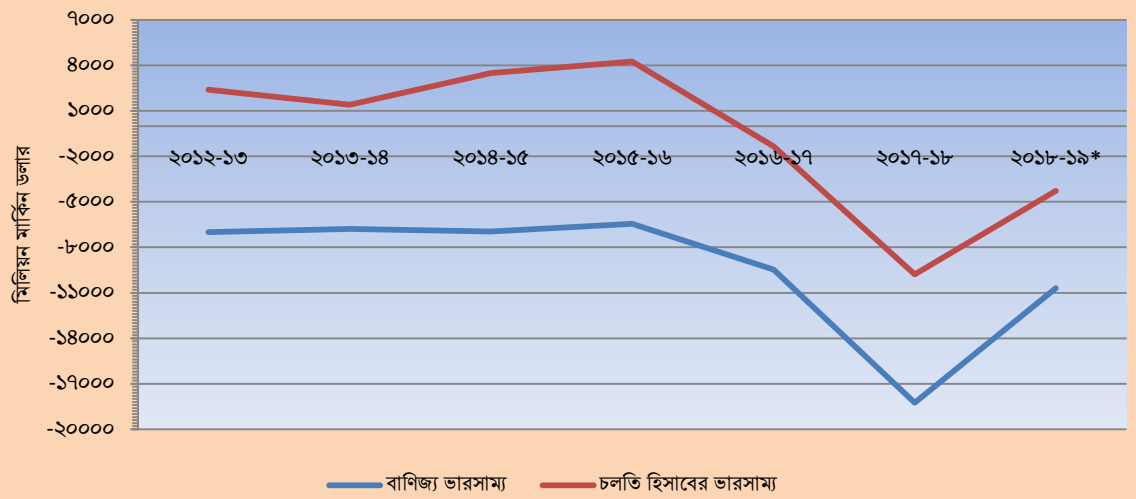

* সাময়িক, ***জুলাই- ফেব্রুয়ারি ২০১৮-১৯।

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*	২০১৭-১৮**	২০১৮-১৯**
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-১৮২৫৮**	**-১১৬৭৯**	**-১০৬৯৫**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	৩৬২০৫	২৪১৪১	২৭১৪৪
আমদানি এফওবি(ইপিজেডসহ)	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৭৬৬২	-৩৯৯০১	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৩৫৮২০	৩৭৮৩৯
সেবা	**-৩১৬২**	**-৪০৯৯**	**-৩১৮৬**	**-২৭০৮**	**-৩২৮৮**	**-৪৫৭৪**	**-২৩৪৮**	**-২৩৭০**
প্রাথমিক আয়	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯১৫**	**-১৮৭০**	**-২৩৯২**	**-১৫৬৩**	**-১৯২২**
মাধ্যমিক আয়	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৪৫**	**১৩২৯৯**	**১৫৪৪৪**	**৯৬৯১**	**১০৭১৭**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৬*	*১৫১৭০*	*১৪৭১৭*	*১২৫৯১*	*১৪৭০৩*	*৯৪৬১*	*১০৪১০*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**২৩৮৮**	**১৪০৬**	**৩৪৯২**	**৪২৬২**	**-১৩৩১**	**-৯৭৮০**	**-৫৮৯৯**	**-৪২৭০**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**৩৩৯৯**	**৩৪৫৩**	**১৭৬৩**	**১৪০৮**	**৪৬৪৭**	**৯৩৬৮**	**৫৫৪১**	**৩৮৭৯**
মূলধনী হিসাব	৬২৯	৫৯৮	৪৯৬	৪৬৪	৪০০	২৯২	১৬৫	১৫৬
আর্থিক হিসাব	**২৭৭০**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৯৪৪**	**৪২৪৭**	**৯০৭৬**	**৫৩৭৬**	**৩৭২৩**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(নীট)/১	২২৫০	২০২০	২৫২৫	২৫০২	৩০৩৮	২৭৯৮	১৮৪৯	২৬৬৪
ভুল ভ্রান্তি	-৬৫৯	৬২৪	-৮৮২	-৬৩৪	-১৪৭	-৪৭৩	-৬২০	-১০৮
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৫১২৮	৫৪৮৩	৪৩৭৩	৫০৩৬	৩১৬৯	-৮৮৫	-৯৭৮	-৪৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *সংশোধিত ** জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক)।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অব্যাহত ছিল। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে , পেট্রোলিয়াম পণ্য (৬২০ %), কৃষিজাত পণ্য (৬৯.৯৭ %), রাসায়নিক দ্রব্য (৫০ %), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (২৭.২৭ %), তৈরি পোশাক (১৪.৮৪ %) এবং নীটওয়্যার (১৩.৫০ %) খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, পাটজাত দ্রব্য (২৫.১২ %), কাঁচাপাট (১৯.৪৪ %) এবং চামড়া খাত (৭.১৪ %) সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৩ :রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*	২০১৭-১৮**	২০১৮-১৯**	২০১৭-১৮**	২০১৮-১৯**	
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১২৪৮**	**১৩৩৮**	**৮৯৭**	**১১২৪**	**৩.৬৮**	**৪.০৮**	**২৫.৩১**
১। কাঁচাপাট	১৬৮	১৫৬	১০৮	৮৭	০.৪৪	০.৩২	-১৯.৪৪
২। চা	৪	৩	২	২	০.০১	০.০১	০.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৫২৬	৫০৮	৩৮৩	৩৯৪	১.৫৭	১.৪৩	২.৮৭
৪। কৃষিজাত পণ্য	২৭৫	৩৮১	২৯৩	৪৯৮	১.২০	১.৮১	৬৯.৯৭
৫।অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	২৭৫	২৯০	১১১	১৪৩	০.৪৫	০.৫২	২৮.৮৩
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৩৩৪০৮**	**৩৫৩৩০**	**২৩৫০০**	**২৬৪৩৯**	**৯৬.৩২**	**৯৫.৯২**	**১২.৫১**
৬। পাটজাত পণ্য	৭৯৪	৮৭০	৬৩৩	৪৭৪	২.৫৯	১.৭২	-২৫.১২
৭। চামড়া	২৩৩	১৮৩	১২৬	১১৭	০.৫২	০.৪২	-৭.১৪
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	২৪৪	৩৪	২৫	১৮০	০.১০	০.৬৫	৬২০.০০
৯। তৈরি পোশাক	১৪৩৯৩	১৫৪২৬	১০১৩০	১১৬৩৩	৪১.৫২	৪২.২১	১৪.৮৪
১০। নীটওয়্যার	১৩৭৫৭	১৫১৮৯	১০১২৬	১১৪৯৩	৪১.৫১	৪১.৭০	১৩.৫০
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১৪০	১৫১	৯৪	১৪১	০.৩৯	০.৫১	৫০.০০
১২। জুতা	২৪১	২৪৪	১৭১	১৬৯	০.৭০	০.৬১	-১.১৭
১৩।হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	১৪	১৭	১১	১৪	০.০৫	০.০৫	২৭.২৭
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৬৮৯	৩৫৬	২২৮	২২৬	০.৯৩	০.৮২	-০.৮৮
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	২৯০২.৯	২৮৬০.২	১৯৫৬	১৯৯২	৮.০২	৭.২৩	১.৮৪
মোট রপ্তানি	**৩৪৬৫৬**	**৩৬৬৬৮**	**২৪৩৯৭**	**২৭৫৬৩**	**১০০**	**১০০**	**১২.৯৮**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *সংশোধিত **জুলাই- ফেব্রুয়ারি

দেশভিত্তিক রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ এর তথ্য অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৪,৫৯৩.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে , যা দেশের মোট রপ্তানির ১৬.৬৭ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে বর্ণিত রপ্তানি আয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১৭.৭৮শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৫.৬০%) ও যুক্তরাজ্য (১০.০৭%)। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	২২৬৯.৮	১৫০১.২	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৬.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৬৬.৮	৩৩০.৬	৪৫০৩.৭	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.২	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭২০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৮.৯৮	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৬৪.৩	৩০১৮৬.৬
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪	৪৭০৫.৪	৩২০৫.৫	১৭৪৩.৫	৯৭৫.১	১৩৮২.৪	৮৪০.৩	১০২৯.১	৯১৫.২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯
২০১৫-১৬	৬২২০.৭	৪৯৮৮.১	৪০১৭.৬	১৮৫২.২	১০১৫.৩	১৩৯৪.০	৮৪৫.৯	১১১২.৯	১০৭৯.৬	১১৭২৪.৯৭	৩৪২৫৭.২
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬	৫৪৭৫.৭	৩৫৬৯.৩	১৮৯২.৬	৯১৮.৯	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৭	১০৭৯.২	১০১২.৯৮	১২৫৪৩.০	৩৪৮৪৬.৮
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩	৫৮৯০.৭	৩৯৮৯.১	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৪	১১১৮.৭	১১৩১.৯	১২৯০৬.২	৩৬৬৬৮.২
২০১৮-১৯*	৪৫৯৩.৭	৪২৯৯.৬	২৭৭৫.৮	১৪৭২.৪	৬৩৩.৯	১১৩৮.৬	৮৭৩.৪	৮৮৫.৪	৯৪৭.৩	৯৯৪২.৭	২৭৫৬২.৮
শতকরা হার	১৬.৬৭	১৫.৬০	১০.০৭	৫.৩৪	২.৩০	৪.১৩	৩.১৭	৩.২১	৩.৪৪	৩৬.০৭	১০০.০০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো *জুলাই- ফেব্রুয়ারি ।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ বেশি। সারণি ৬.৫-এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামুলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*	২০১৭-১৮**	২০১৮-১৯**
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৪৪৭৭	৪২২৭	৪৭২৫	৭২৭০	৪৯৬৭	৩৯৩১
চাল	৫০৮	১১৩	৮৯	১৬০৫	১৩১০	৯০
গম	৯৮৩	৯৪৯	১১৯৭	১৪৯৪	১১০১	৯৭৩
তৈলবীজ	৩৭৪	৫৩৪	৪৩২	৫৭১	৩২৯	৪০২
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩১৬	৩৮৬	৪৭৮	৩৬৫	২৩১	২৭৮
তুলা	২২৯৬	২২৪৫	২৫২৯	৩২৩৫	১৯৯৬	২১৬৮
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৭৯০৬	৮৪০৩	৮৮৯৪	১০৮১৮	৬৮৭২	৮৫৩৫
ভোজ্য তৈল	৯২৪	১৪৫০	১৬২৬	১৮৬৩	১১৯৭	১১৬১
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	২০৭৬	২২৭৫	২৮৯৮	৩৬৫২	২১৮৪	২৯৯৯
সার	১৩৩৯	১১১৭	৭৩৭	১০০৬	৮২৩	১১৭৭
ক্লিংকার	৬৩৮	৫৭৪	৬৪৪	৭৬৬	৪২৬	৬৪৩
স্টেপল ফাইবার	১০৭৮	১০১৮	১০১৭	১১৮০	৭৮৫	৮৬০
সূতা	১৮৫১	১৯৬৯	১৯৭২	২৩৫১	১৪৫৭	১৬৯৫
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৩৩২১	৩৫৫৬	৩৮১৭	৫৪৬২	৩৬৭২	৩৯৬৬
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	২৫০০০	২৬৯৩৬	২৯৫৬৯	৩৫৩১৫	২৩২০৪	২৪৪৮৩
সর্বমোট (সিআইএফ)	**৪০৭০৪**	**৪৩১২২**	**৪৭০০৫**	**৫৮৮৬৫**	**৩৮৭১৫**	**৪০৮৯৫**
শতকরা পরিবর্তন	-০.০৭	৫.৯৪	৯.০০	২৫.২	২৬.২	৫.৬

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * সংশোধিত, **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৯.৪৩ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪৯%) ও সিঙ্গাপুর (৩.৬২%)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের আমদানি বাবদ মোট ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৮-০৯	২৮৬৪	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩২১৪	৩৮১৯	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৫৯৮৫	৭৫৫০	২৪০৭	১২৯১	৭৬২	৮৯৭	১১৮২	৭৯২	২০৮৪	১৭৭৮২	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮*	**৮৯৪১**	**১৫৯৩৭**	**২২৫৫**	**২৪২২**	**৬৭৬**	**১১২৯**	**১৯০৭**	**২১৬০**	**১৩৪২**	**২২০৯৬**	**৫৮৮৬৫**
২০১৭-১৮**	৫৮৬৭	১০৬১৬	১৪০৫	১৫৬৮	৪৪৫	৭২৫	১১৫৬	১৩৬৮	৮১৯	১৪৭৪৬	৩৮৭১৫
২০১৮-১৯**	৫৫১৫	১২০৩৬	১৪৭৯	১৪৬৯	৪৪১	৭৩৬	১০৮৭	১৭৩৫	১০০৭	১৫৩৬৩	৪০৮৯৫
শতকরা হার	**১৩.৪৯**	**২৯.৪৩**	**৩.৬২**	**৩.৫৯**	**১.০৮**	**১.৮৭**	**২.৬৬**	**৪.২৪**	**২.৪৬**	**৩৭.৫৭**	**১০০**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সংশোধিত, **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮২.১০ যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শতকরা ২.৮৩ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮৩.৮৫ এ দাঁড়ায়। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭ ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯*	৮৩.৮৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৬.২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

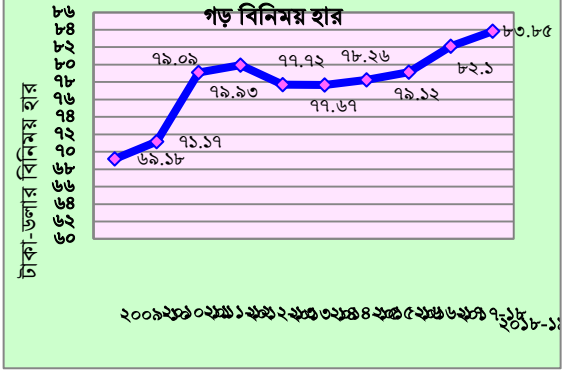

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের ৩২.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৩২.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩- এ দেখানো হলো।

সারণি৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫০৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২০
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৭৬
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯১৬
২৮.০২.২০১৯	৩২২৩৬

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক

লেখচিত্র ৬.৩: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

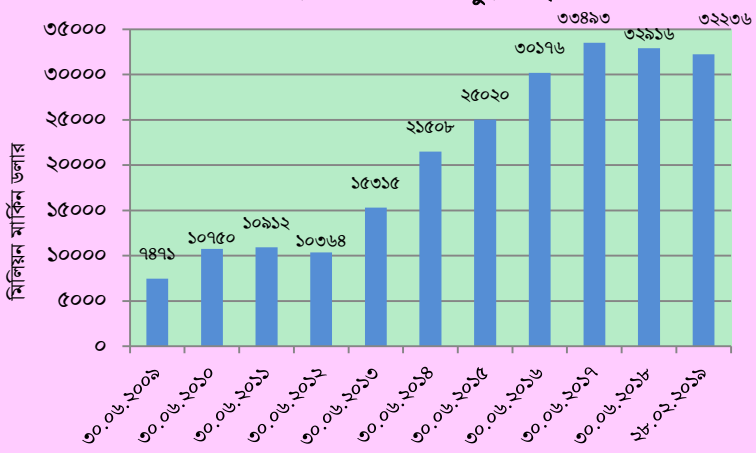

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।*জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী বাংলাদেশী বেসরকারি এয়ারলাইন্সসমূহকে বিদেশে টিকেট বিক্রির অর্থ যথাযথভাবে দেশে আনার পাশাপাশি বিদেশের অফিস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা অপারেশন বিভাগ (FEOD) এর অনুমোদন নেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন্স/সংশ্লিষ্ট সার্কুলারের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্যও বেসরকারি এয়ারলাইন্সসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- Resident Foreign Currency Deposit (RFCD) হিসাবে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা জমাদান কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এডি ব্যাংকগুলোকে RFCD হিসাবের স্থিতির বিপরীতে Euro Currency Deposit Rate এ সুদ প্রদানের প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের নিকাশ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য Foreign currency clearing settlements এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান US Dollar, Pound Sterling, Euro, Japanese Yen and Canadian Dollar পাশাপাশি নতুন Settlement Currency হিসেবে Chinese Yuan Renminbi (CNY) তে এডি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে Foreign currency clearing account খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৫ টি

সুনির্দিষ্ট পণ্য রপ্তানি খাতে বিভিন্ন হারে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

- ইপিজেড ও ইজেড এ কার্যরত টাইপ-এ ও টাইপ-বি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের Subsidiaries/Associate concerns হতে স্বল্প-মেয়াদি ঋণ গ্রহণের প্রাধিকার প্রাপ্ত হলেও বর্তমানে এ সুবিধা ইপিজেড ও ইজেড এ কার্যরত টাইপ-সি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলেও বর্ধিত করা হয়েছে।
- নিজস্ব শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে গার্মেন্টস শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ এর কাঁচামাল হিসেবে unprocessed ইয়ার্ন বিলম্ব পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানি লক্ষে বিদ্যমান প্রাধিকার ১৮০ দিন হতে বৃদ্ধি করে ২৭০ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। এ খাতে বিদ্যমান ইডিএফ সুবিধার মেয়াদ ১৮০ দিন হওয়ায় আলোচ্য আমদানিতে বায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৯০ দিনের ফাইন্যান্সিং সুবিধা প্রদানের জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- রপ্তানি পণ্যের মান সঠিক রাখার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে, অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে আমদানিকারককে দেশের মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের আবশ্যকতা থাকে। তবে, এ প্রেক্ষিতে পণ্যের মান সংশ্লিষ্ট গ্যারান্টি প্রদানের বিষয়ে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে সাধারণ প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো।

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার (%)	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদি প্রাণি ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৮-১৯ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৪.৫০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রোডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে।সারণি ৬.১০ তে ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১
২০১৭-১৮	১৪.৫৬
২০১৮-১৯	১৪.৬০

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও'র আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে

ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম।

- ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS), টিবিটি (TBT) নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এবং 'Outcome of MC-11 conference and Way forward for the LDCs' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-1 এর আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শিরোনামে দুটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া EIF এর আওতায় 'Export Diversification and Competitiveness Development Project (Tier-2)' প্রকল্প, 'Bangladesh Regional Connectivity Project-1' এবং 'ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।
- বাংলাদেশ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত চতুর্থ মেয়াদে এলডিসি সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছে । এই সময়ে সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারন, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরিণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকী প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- বাংলাদেশ সকল উন্নত দেশ থেকে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা (DFQF) পেতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি: চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি, এবং থাইল্যান্ডও এলডিসি দেশসমূহের জন্য শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানে সম্মত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ড বাদে সমস্ত উন্নত দেশ এলডিসিগুলির জন্য শতকরা ১০০ ভাগ DFQF সুবিধা প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও চীন এলডিসি দেশসমূহের জন্য তাদের Rules of Origin সহজ করেছে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম (টিএলপি) দ্বিতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্ক-ভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্ক-ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য,বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও এর এইচএসকোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ১,০৩১টি। SAFTA-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ

লিস্ট আরও কমিয়ে আনা এবং অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা চলছে।

সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস)

২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে SAARC Agreement on Trade in Services (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেন্টারে অফার দিয়ে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এ সংক্রান্ত শিডিউল অব কমিটমেন্টস ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)

আপটা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য দেশসমূহ হল: বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণকোরিয়া, শ্রীলংকা, লাওস এবং মঙ্গোলিয়া । বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ইতোমধ্যে APTA-এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে যা গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছেব এবং ৫ম রাউন্ডের আলোচনার প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।

টিপিএস-ওআইসি

ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ২ টি চুক্তি-The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবং Rules Of Origin (RoO) চূড়ান্ত হয়। উক্ত ৩টি চুক্তিতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে।এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ শুল্ক হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে। তাছাড়া স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে।

ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)

১৯৯৭ সালের ১৫ই জুন তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয়, যা সংক্ষেপে ডি-৮ নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৮ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) স্বাক্ষরিত এবং ২৫ আগষ্ট ২০১১ তারিখে তা কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক ২০১৭ সালে চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। এর ফলে সদস্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)

বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে ১৪টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড

নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। সর্বশেষ বিমসটেক টিএনসি এর ২১তম সভা ১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এফটিএ সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৩) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanisms বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া বিনিয়োগ, সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইন-২০১০ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়াও মালয়েশিয়া, চীন, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস, জর্ডান ও জিসিসি-দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। থাইল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম চলছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

বাংলাদেশ অদ্যাবধি চল্লিশটিরও বেশি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব চুক্তি মূলত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৌজন্যমূলক চুক্তি যাতে সাধারণত শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নে এবং বাণিজ্য সহজীকরণে এই চুক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।তাছাড়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভূটানের সাথে বৈঠক চলমান রয়েছে।

- **বর্ডার হাট**

  বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারন, যাদের নিকটবর্তী কোন হাট-বাজার নেই, তাদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহজলভ্য করা এবং ইনফরমাল বাণিজ্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪টি বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে এবং ৬টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

- **ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম (টিকফা)**

  বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশনফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক সভা গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়।

  দ্বিপাক্ষিক সভায় বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ) বাস্তবায়নে মার্কিন সহযোগিতা, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তুলা, ঔষধ, Intellectual Property Rights (IPR),সরকারি ক্রয় এবং শ্রম ইস্যুতে মার্কিন রপ্তানি সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে।